<table>
<tr><td rowspan="4">কটন ক্লোথিং (বিডি) লিঃ</td><td colspan="2">সূত্র/রেফারেন্স নংঃ বাংলাদেশ শ্রম আইন ২০০৬ এবং শ্রম আইন ২০১৫</td></tr>
<tr><td colspan="2">নীতিমালার নামঃ মজুরী ও সুবিধাদি নীতিমালা</td></tr>
<tr><td>প্রস্তুতকারকঃ মো: মনছুর রহমান</td><td>অনুমোদনকারকঃ পরিচালক
মো: জুবায়ের মন্ডল</td></tr>
<tr><td>কার্যকর তারিখঃ ০১.১২.২০১৬</td><td>সংস্করণঃ২য়</td></tr>
<tr><td rowspan="2">এই পলিসি কার্যকর করার দায়িত্বশীল ব্যক্তি</td><td colspan="2">উপমহাব্যবস্থাপক (অপারেশন)</td></tr>
<tr><td colspan="2">সহ:ব্যবস্থাপক (কমপণ্ডায়েন্স), সংশি্লষ্ট বিভাগীয় প্রধানগন।</td></tr>
</table>

বেতন/মজুরি ও অন্যান্য সুবিধা নীতিমালা
Salary/wages & others Benefits Policy

কটন ক্লোথিং (বিডি) লিঃ শ্রমিকদের নূন্যতম মজুরী নিশ্চিত করতে বদ্ধপরিকর। এই লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য কার্যকর করতে **কটন ক্লোথিং (বিডি) লিঃ** মজুরী ও সুবিধাদি নীতিমালা দেশের প্রচলিত আইন অনুযায়ী সকল শ্রমিককে কাজের প্রকৃতি ও যোগ্যতা অনুযায়ী বিভিন্ন পদে নিয়োজিত করে এবং তাদের বাংলাদেশ সরকারের গেজেট নোটিফিকেশন অনুযায়ী বিভিন্ন গ্রেডে অন্তর্ভূক্ত করে সংশিণ্টষ্ট গ্রেড অনুযায়ী নূন্যতম মজুরী প্রদান করে।
কটন ক্লোথিং (বিডি) লিমিটেড এর ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ তার সকল কর্মচারী/শ্রমিকদের মধ্যে বেতন ও অন্যান্য সুবিধা নীতিমালা (Salary, Wages & Others Benefits) প্রণয়ন করেছেন। এই নীতিমালা নিম্নলিখিতভাবে প্রযোজ্য হবে।

প্রতিশ্রতি: প্রত্যেকটা শ্রমিক/কর্মচারীকে তাদের আইননানুগ(বাংলাদেশ শ্রম আইন ২০০৬ এবং বাংলাদেশ শ্রমবিধি ২০১৫) ও কোম্পানি পলিসি অনুযায়ী পাওনা বেতন ও মজুরী এবং অন্যান্য সুবিধাসমুহ নিশ্চিৎ করাই আমাদের প্রতিশ্রুতি।
প্রসঙ্গ: বাংলাদেশ শ্রম আইন ২০০৬ এর ধারা ১২২,১২৩,১২৪,১২৫,১৩০, বাংলাদেশ শ্রমবিধি ২০১৫ এর বিধি ১১১,১১২,১১৪,১১৫,১১৬,১১৭,১১৮,১১৯,১২০ এবং কটন ক্লোথিং (বিডি) লি: এর নীতিমালা ও আচরনবিধি প্রমুখ হল এই পদ্ধতির মুল ভিত্তি যাহা অনুসরন করতে কটন ক্লোথিং বিডি লি: বদ্ধপরিকর।

উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য: কটন ক্লোথিং (বিডি) লি: এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হচ্ছে এই পদ্ধতি বাস্তবায়নের মাধ্যমে শ্রমিকদের বেতন, মজুরী ও অন্যান্য সুবিধা সম্পর্কিত অধিকার প্রতিষ্ঠিত করা।

পরিধি: এই নীতিমালা কটন ক্লোথিং (বিডি) লি: এর সকল শ্রমিক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

আমরা নিম্নরুপে আমাদের শ্রমিকদের মজুরী ও আনুসাঙ্গিক সুবিধা দিয়ে থাকি।
বেতন ও মজুরী (Salary &Wages)ঃ

- সরকারী নিয়ম অনুসারে প্রত্যেক শ্রমিকের মাসিক ২০৮ ঘন্টা শ্রমকে তার মূল মজুরী হিসাবে ধরা হয়।
- বাংলাদেশ সরকারের নির্ধারিত সর্ব-নিম্ন মজুরীর নিয়ম কাঠামো মেনে মজুরী প্রদান করা হয়।
- মজুরীর ৫টি অংশ :-
  ক) মূল মজুরী (মোট মজুরি - ১১০০ (নিম্মোক্ত খ+গ+ঘ)/১.৪)
  খ) মেডিকেল ২৫০ টাকা ও
  গ) যাতায়াত ২০০ টাকা
  ঘ) খাদ্য ভাতা ৬৫০ টাকা
  ঙ) বাড়ি ভাড়া (মূল মজুরীর ৪০%)।

কটন ক্লোথিং (বিডি) লিঃ এ কর্মরত সকল শ্রমিক কর্মচারীই মাসিক মজুরীর ভিত্তিতে নিয়োজিত এবং প্রত্যেক শ্রমিককে পরবর্তী মাসের ৭ কর্মদিবসের মধ্যে মজুরী এবং ওভারটাইমের টাকা নগদে একসাথে প্রদান করা হয় এবং বেতন পরিশোধ করার পুর্বেই সবাইকে বেতনের রশিদ প্রদান করা হয় যাহাতে বেতনের যাবতীয় হিসাব বিস্তারিত উল্লেখ থাকে।

মজুরী বৃদ্ধি (Increment) ঃ

এক বছর চাকরী পূর্ণ হলে পরবর্তী বছর বাংলাদেশ শ্রমবিধি ২০১৫ অনুযায়ী প্রত্যেক শ্রমিকদের মুল মজুরীর উপর নুন্যতম ৫% হারে মজুরি বৃদ্ধি করা হয় এবং তার বাইরেও তাদের কর্মস্থলে উপস্থিতি, আচরণ ও চাকুরীর কাল জ্যেষ্ঠতা, যোগ্যতা ও দক্ষতার ভিত্তিতে ৫% এর বেশি মজুরী বৃদ্ধি করা হয়।

মজুরী কর্তন(Deduction) ঃ কর্তনের ক্ষেত্রে কটন ক্লোথিং বিডি লি: বাংলাদেশ শ্রম আইন ২০০৬ ও বাংলাদেশ শ্রমবিধি ২০১৫ মেনে চলে। এর বাইরে বা নিয়মবহির্ভুত কর্তন করে না। কেউ যদি অনুমোদিত ছুটি নেয়, তবে তার কোন মজুরী কর্তন করা হবেনা। কিন্তু কেহ যদি বিনা অনুমতিতে অনুপস্থিত থাকে কিংবা আইনানুগ অন্যান্য ক্ষেত্রে কর্তন প্রয়োজন হয় তাহলে তার অনুপস্থিতির দিনগুলির জন্য বা অন্যান্য আইনানুগ কর্তনের জন্য মূল বেতন/মজুরী থেকে কর্তন করা হয়। তাছারাও স্ট্যাম্প রিভেনু হিসেবে ১০ টাকা কর্তন করা হয়। মনেকরি একজন শ্রমিকের মোট মজুরী ৫৩০০ টাকা, ০১ দিন কর্তনের ক্ষেত্রে নিম্মোক্ত কাঠামো অনুসরন করা হয়:

(৫৩০০ -১১০০)/১.৪= মুল মজুরী ৩০০০ টাকা, অতএব (৩০০০/৩০)*০১দিন=১০০ টাকা

হাজিরা বোনাস(Attendance Bonus): মাসের প্রত্যেকটি কর্মদিবসে বিলম্বছাড়া উপস্থিত হলে হাজিরা বোনাস প্রদান করা হয়।

কার্যঘন্টা (Working Hours)ঃ

- সাধারন কার্যকালীন সময় দৈনিক সকাল ৮.০০ টা হতে ৫.০০ টা পর্যন্ত।
- সাপ্তাহিক কাজের সময় :

দৈনিক ৮ ঘন্টা +ওভারটাইম ২ ঘন্টা। সপ্তাহে ৪৮ ঘন্টা + ওভারটাইম ১২ ঘন্টা সপ্তাহে ওভার টাইমসহ সর্বোচ্চ মোট ৬০ ঘন্টা এবং বৎসরে গড়ে ৫৬ ঘন্টা।

বিশ্রাম বা আহারের জন্য বিরতি –

- দৈনিক ছয় (০৬) ঘন্টার অধিক কাজ করতে বাধ্য থাকবেন না, যদি না উক্ত দিনে তাকে আহার বা বিশ্রামের জন্য এক (০১) ঘন্টা বিরতি দেওয়া হয়।
- দৈনিক পাঁচ (০৫) ঘন্টার অধিক কাজ করতে বাধ্য থাকবেন না, যদি না উক্ত দিনে তাকে আহার বা বিশ্রামের জন্য ত্রিশ (৩০) মিনিট বিরতি দেওয়া হয়।
- কিছু কিছু সময় যেমন বৈদুতিক গোলযোগ, মেশিনের সমস্যা,রাজনৈতিক সমস্যা, শ্রমিকদের ক্যান্টিনে আসা যাওয়া, স্বল্পকালীন ছুটি, লে আউটের সময়, ডিসিপ্লিনারি প্রোসেস, কোন মিটিং বা ট্রেনিং, ফায়ার ড্রিল, মেডিকেলে আসা যাওয়া, শিশুপরিচর্যা কেন্দ্রে রক্ষিত শিশুদের বুকের দুধ খাওয়ানোর ক্ষেত্রে, সাময়িক বরখাস্ত ইত্যাদি বিভিন্ন দুর্ঘটনার বা জরুরী সময়ের জন্য শ্রমিকদের কোন প্রকার কর্মঘন্টা বা ওভারটাইম থেকে কর্তন করা হয় না। তাছারা অংশগ্রহনকারী কমিটি, সেইফটি কমিটি, হয়রানী প্রতিরোধ কমিটি, ক্যান্টিন কমিটি কোন মিটিং বা অন্য কোন কমিটি সংক্রান্ত কাজের জন্য (কারখানর ভিতরে ও বাহিরে) ব্যস্ত থাকার সময় তার কর্মঘন্টা হিসেবে বিবেচিত হবে, কোন ধরনের কর্তন করা হয় না।

বিশ্রাম (Rest)ঃ

প্রতি কর্মদিবসের ডে শিফটে দুপুর ১.০০ মিনিট হতে ২.০০ মিনিট পর্যন্ত মধ্যাহ্ন ভোজ ও বিশ্রামের জন্য বিরতি দেয়া হয়।

ওভারটাইম (Over Time)

কোন শ্রমিক দৈনিক নির্ধারিত ৮ ঘন্টার পর অতিরিক্ত কাজ করলে তা ওভারটাইম হিসেবে গণ্য করা হয়। সর্বমোট কার্যকাল ওভারটাইমসহ দৈনিক ১০ ঘন্টা এবং সপ্তাহে ৬০ ঘন্টা এবং তা বৎসরে প্রতি সপ্তাহে গড়ে ৫৬ ঘন্টা।

ওভারটাইম হার ঃ

অতিরিক্ত কাজের জন্য একজন শ্রমিকের প্রাপ্য মূল মজুরীর দ্বিগুণ হারে ওভারটাইম হিসাব করা হয়।

$$\text{ওভারটাইম} = \frac{\text{মাসিক মূল মজুরী}}{\text{২০৮}} \times 2 \times \text{অতিরিক্ত কাজের ঘন্টা}$$

ওভার টাইম পলিসিঃ

১. ওভারটাইম সম্পূর্ণ ঐচ্ছিক। যেদিন ওভারটাইম হবে সেদিন দিনের শুর“তে অথবা লাঞ্চ বিরতির পর শ্রমিকের সাথে পারস্পারিক আলোচনা সাপেক্ষে ওভার টাইম কার্যঘন্টা নির্ধারন করা হয়। উল্লেখ্য যে, এ বিষয়টি শ্রমিক-মালিক কল্যাণ কমিটির (W P C) সাথেও আলোচনা করা হয়। নির্ধারিত কাজের সময়ের পরে ওভারটাইম কাজের ক্ষেত্রে কেউ কাজ করতে না চাইলে তাকে ছুটি প্রদান করা হয়।

২. শুক্রবার সাপ্তাহিক ছুটির দিন এবং এই দিন কারখানা অবশ্যই বন্ধ রাখা হয়।

দায়িত্বপূর্ন ব্যক্তি: কটন ক্লোথিং (বিডি) লি: এ মজুরী ও অন্যান্য সুবিধাদিগুলো নিশ্চিত করার জন্য নিমোক্ত টিম দায়িত্বপূর্ন ব্যক্তি হিসেবে নিয়োজিত থাকবেন যারা বেতন ও মজুরী কাঠামো উন্নয়ন, বাস্তবায়ন ও মুল্যায়ন করবেন এবং এই পলিসি বাস্তবায়ন করবেন। বেতন,মজুরী ও অন্যান্য সুবিধা এবং শ্রমিকদের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে আলোচনা সাপেক্ষে যে কোন ধরনের সিদ্ধান্ত নিম্মোক্ত টিম গ্রহন করতে পারবেন।

- উপমহাব্যবস্থাপক (অপারেশন)
- সহব্যবস্থাপক (এইচআরএসি)
- অফিসার (এইচআরএসি)
- সিনি:একাউন্টস অফিসার
- ওয়েলফেয়ার অফিসার
- (পিসি কমিটির সভাপতি/সহসভাপতি/সদস্য)

ছুটি সমূহ (Leave)ঃ

সাপ্তাহিক ছুটি (Weekly Holiday) ঃ

প্রত্যেক শ্রমিককে সপ্তাহে ১ (এক) দিন (প্রতি শুক্রবার) সাপ্তাহিক ছুটি প্রদান করা হয়। জর“রী প্রয়োজনে সাপ্তাহিক ছুটির দিনে খোলা রাখা হয়, তবে সেক্ষেত্রে যথাশীঘ্র সম্ভব বিকল্প ছুটি প্রদান করা হয়।

মজুরীসহ বার্ষিক বা অর্জিত ছুটি (Earn Leave) ঃ

কারখানায় কোন শ্রমিক অবিচ্ছিন্নভাবে চাকুরীর মেয়াদ এক বছর পূর্ণ করলে তিনি পরবর্তী বার মাস সময়ে তাহার পূর্ববর্তী বার মাসের কাজের জন্য মজুরীসহ প্রতি ১৮ (আঠার) দিন কাজের জন্য একদিন ছুটি অর্জন করবেন। যদি বার মাসের মধ্যে আংশিক বা সম্পূর্ণ ছুটি ভোগ না করে থাকেন, তবে পরবর্তী বার মাসের পাওনা ছুটির সঙ্গে তা যোগ হয়। যদি কোন শ্রমিকের কোন বাৎসরিক ছুটি পাওনা থাকে,তাহা হইলে কর্তৃপক্ষ বছর শেষে উক্ত পাওনা ছুটির পরিবর্তে মজুরী প্রদান করে।

উৎসব ছুটি (Festival Leave) : ১৩দিন

প্রত্যেক শ্রমিককে বছরে অন্ড়তঃ ১৩ (তের) দিন উৎসব উপলক্ষ্যে মজুরীসহ ছুটি মঞ্জুর করা হয়। অনুরূপ পর্বের দিন ও তারিখ কারখানার কর্তৃপক্ষ প্রতি বৎসর শুরুতে নির্ধারণ করে দেন এবং তা নোটিশ বোর্ডে ঝুলিয়ে দেয়া হয়।

নৈমিত্তিক ছুটি (Casual Leave) ঃ

প্রত্যেক শ্রমিক বছরে পূর্ণ মজুরীসহ ১০ (দশ) দিন নৈমিত্তিক ছুটি ভোগ করতে পারবেন।

অসুস্থতার ছুটি (Sick Leave) ঃ

প্রত্যেক শ্রমিক বছরে পূর্ণ মজুরীসহ ১৪ দিন অসুস্থতার ছুটি ভোগ করতে পারবেন। উলেণ্ডখ্য যে, প্রাপ্য নৈমিত্তিক ও অসুস্থতার ছুটি জমা রেখে পরবর্তী বছরে ভোগ করা যায় না।

মাতৃত্বকালীন ছুটি (Maternity Leave) ঃ

কোন মহিলা শ্রমিক যিনি ছয় (৬) মাস **কটন ক্লোথিং (বিডি) লিঃ** এ কাজ করবেন তিনি মাতৃত্বকালীন ছুটির জন্য উপযুক্ত হিসেবে বিবেচিত হবেন। মাতৃত্বকালীন ছুটির মোট সময় ১৬ সপ্তাহ (১১২ দিন), যা দুই ভাগে ভোগ করা হয়। সন্ড়ান প্রসবের পূর্বে ৮ সপ্তাহ ও সন্ড়ান প্রসবের পরে ৮ সপ্তাহ এই মোট ১৬ সপ্তাহ পূর্ণ বেতনে ছুটি ভোগ করতে পারবেন। সন্ড়ান প্রসবের পূর্বে ৮ সপ্তাহের টাকা এবং সন্ড়ান প্রসবের পরে অবশিষ্ট ৮ সপ্তাহের টাকা প্রদান করা হয়।

গ্রুপ বীমা (Group Insurance) ঃ

কর্মরত সকল শ্রমিককে গ্র"প বীমার আওতায় আনা হয়েছে।

কল্যাণমূলক ব্যবস্থাদি (Welfare Activites):

মেডিকেল সেন্টার ঃ

শ্রমিকদের স্বাস্থ্য-সেবা ও কর্মকালীন দূর্ঘটনার তাৎক্ষনিক সেবা প্রদান করার অঙ্গীকার নিয়ে প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে নিজস্ব স্বাস্থ্য সেবা কেন্দ্র মেডিকেল সেন্টার। মেডিকেল সেন্টারের দায়িত্বে আছেন একজন অভিজ্ঞ এমবিবিএস ডাক্তার ও একজন অভিজ্ঞ নার্স। মেডিকেল সেন্টারের মাধ্যমে শ্রমিকদের বিনামূল্যে চিকিৎসা-সুবিধা (ঔষধসহ) প্রদান করা হয় সারা বছর। এছাড়াও কার্যকালীন অবস্থায় আহতদের ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ ব্যয়ভার কোম্পানী বহন করে। চিকিৎসার ক্ষেত্রে নারী-পুর"ষ উভয়েই সমান অধিকার প্রাপ্য।

শিশু পালন কেন্দ্র (Day Care Centre)ঃ

কর্মজীবি মায়েদের জন্য তাদের ছয় বছরের কম বয়সী সন্ড়ানদের লালন-পালনের জন্য রয়েছে ডে-কেয়ার সেন্টারের সুবিধা। এই সেন্টারে বাচ্চাদের বিভিন্ন রকমের খেলনা ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সরবরাহ করা হয়। শিশুদের স্বাস্থ্য সংক্রান্ড় ব্যাপারে কোম্পানীর ডাক্তার সার্বক্ষণিক পরামর্শ দিয়ে থাকেন।

উৎসব বোনাস (Festival Bonus*):*

যে সমস্ত শ্রমিকদের চাকুরির বয়স ০১ বছর হয়েছে তাদের দুই ঈদে দুটি উৎসব বোনাস (মুল মজুরির সমপরিমান) প্রদান করা হয়।তাছাড়াও শ্রমিক/কর্মচারী যাদের চাকুরী নুন্যতম ছয় ও তিন মাস পূর্ণ হয়েছে, তারাও মুল মজুরির যথাক্রমে অর্ধেক ও ১/৪ অংশ পরিমান বোনাস পেয়ে থাকেন।

খাবার কক্ষ বা লাঞ্চ রুম (Dining Room) ঃ

শ্রমিকদের খাবারের জন্য রয়েছে লাঞ্চ র"মের ব্যবস্থা।

নামাজের রুম (Prayer Room) ঃ

ধর্মপ্রান মুসলমান(নারী ও পুরষের জন্য আলাদা সুব্যবস্থা) শ্রমিক কর্মচারীদের রয়েছে নামাজের র"মের ব্যবস্থা।

প্রাথমিক চিকিৎসা দানকারী (First Aid) ঃ

কারখানার প্রতিটি বিভাগে আছে প্রাথমিক চিকিৎসা বাক্স এবং বাক্সগুলোর দায়িত্বে আছেন দুইজন প্রশিক্ষিত প্রাথমিক চিকিৎসা দানকারী। তাছাড়াও পরিবার পরিকল্পনা প্রশিক্ষন, এইচ আইভি প্রশিক্ষন, হেপাটাইটিস বি প্রশিক্ষন এবং সাস্থ্যগত সমস্ত প্রশিক্ষন দেওয়া হয়ে থাকে। কারখানার মধ্যে যাহারা কেমিক্যাল, ডিজেল, মেশিন ওয়েল নিয়ে কাজ করে তাদেরকে পেশাগত সাস্থ্য পরিক্ষা করা হয়ে থাকে।

খাবার পানি (Drinking Water) ঃ

শ্রমিকদের পান করার জন্য রয়েছে বিশুদ্ধ পানির ব্যবস্থা।

টয়লেট (Toilet) ঃ

কারখানার পুরুষ ও মহিলা শ্রমিকদের জন্য রয়েছে পৃথক পৃথক পর্যাপ্ত পরিমান টয়লেটের ব্যবস্থা

অন্যান্য(Others) ঃ শ্রমিক/কর্মচারীদের মধ্যে যদি কেউ একাডেমিক, কারিগরি, প্রযুক্তিগত বা পেশাগত প্রশিক্ষন গ্রহন করতে চায় তাহলে আর্থিক, ছুটিসহ যাবতীয় সুবিধা দেয়া হয় এবং যদি কারো ছেলে মেয়ে কোন পরীক্ষায় ভাল রেজাল্ট করে তাদেরকেও পুরুস্কারের ব্যবস্থা করা হয়ে থাকে।